

## চলে গেলেন কবি শামসুর রাহমান

### তাসরীনা শিখা

ইলিনয় ষ্টেটের ছোট্ট শহর কুইনছির একটি নির্জন বসতি এলাকায় বসে তাকিয়েছিলাম ত্রিভুজ আকৃতির বিশাল একটি কাঁচের দেয়ালের দিকে। কাঁচের দেয়ালটির ওপাশে ঘণ জঙ্গল। অসংখ্য গাছ ও নাম না জানা নানা রংয়ের বনফুল। দুপুর বেলাতেও সে জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল ঝাঁঝি পোকাকার ডাক। জুলাইয়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে জঙ্গলে দেখছিলাম অসময়ে পাতা ঝড়ার দৃশ্য। ভাবছিলাম মানুষের অনেক প্রাণইতো এরকম অসময়ে ঝরে যায়। একটি জীবনের অসময়ে ঝরে যাবার খবর শুনেই আমার ছুটে আসা এই ছোট্ট কুইনছি শহরের নির্জন বসতি এলাকাটিতে। এখানে নির্জনতা বড় বেশী। মানুষের চলাচলে অত্যন্ত মৃদু শব্দটিও যেন নেই। এই বাড়ীটির বেলকনিতে দাঁড়িয়ে অনেকবার ভেবেছি সাজানো গুছানো পরিচ্ছন্ন বসতি যেন বানানো হয়েছে নীরবতার জয়গান করার জন্য। যে কদিন এ শহরটিতে ছিলাম এ নির্জনতাকে আমার বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছে। প্রকৃতির শব্দ সেই পেছনের জঙ্গলের পাতার খসখস শব্দকে মনে হয়েছে বড্ড কঁকশ। আগেও গেছি কয়েকবার এই শহরটিতে তখন মনে হয়েছে অপূর্ব সুন্দর একটি জায়গা, বিশেষ করে যারা কবিতা লিখেন তাদের জন্য এর চাইতে সুন্দর জায়গা আর হতে পারে না। কিন্তু এবার সেটা আর মনে হয়নি। এবার শুনেছি এই নির্জন এলাকায় কার যেন করমন কান্না। বাতাসের হিসহিস শব্দের সাথে ফিসফিস করে বলছে, 'আমিতো যেতে চাইনি জীবনের ভরদুপুরে। আমার জীবনে কেন গভীর কাল রাত নেমে এলো'। স্বজন হারানো ব্যথা বড় কঠিন। জুলাইয়ের শেষে লেখাটি শুরু করেও আজ আগষ্টের শেষ প্রান্তে এসেও লেখাটি শেষ করতে পারিনি। পরিবারের একজনের মৃত্যু শোক ভুলতে না ভুলতেই সতেরই আগস্ট বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যু সংবাদ এলো। তাঁকে নিয়ে দুটো কথা লিখবো ভাবতে ভাবতেই দেখলাম আমি আবারো পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে গেছি।

যদিও এ মৃত্যু অসময়ের মৃত্যু নয়। কবি বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থতায় ভুগছিলেন। কিন্তু কিছু মৃত্যু আছে যা সময় অসময় মানেনা। যার ব্যথা সব সময়ই অসহনীয়। সারা দেশবাসীকে কাঁদিয়ে কবি শামসুর রাহমান চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা শহরে মানুষের যে ঢল নেমেছিলো তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য, মানুষ যেভাবে আকুল হয়ে ছুটে গেছে তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য তা অতুলনীয়। কবির মৃত্যুতে কবি সমাজে নেমে এসেছে শূন্যতা। আর বাংলাদেশের আকাশ থেকে খসে পড়লো একটি উজ্জল নজ্জাত। কবি শামসুর রাহমান অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেননি, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছেন লেখনী দিয়ে

কবিতার শব্দাবলী দিয়ে। কবির মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমাধিতে বাজেনি জাতীয় সঙ্গীত, তাঁকে দেয়া হয়নি পতাকা দিয়ে সম্মান। অথচ তিনি শুধু একজন কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন মুক্ত চিন্তার অধিকারী ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একজন মানুষ। তাছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিছিল ও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আর তাঁর সে লড়াইয়ের অস্ত্র ছিল তাঁর কবিতা। তাঁর লেখনীতে স্বাধীনতার যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' এ কবিতাগুলো আবৃত্তি না করলে মনে হয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানই অপূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া দেশের দুর্নীতি ও স্বাধীনতা বিরোধী মানুষের জামতা ও অর্থের দৌরাত্য দেখে তিনি মনের ঙ্গোলে লিখেছেন 'একটি মুন্সাজাতের খসড়া কবিতাটি', যাতে তিনি রাব্বুল আলআমিনের কাছে তাঁকে একজন রাজাকার বানিয়ে দেয়ার প্রার্থনা করেছেন। তিনি বিদ্রোহ করে লিখেছেন, একজন রাজাকার হলে তিনি গরীবের গরীবি কায়েম রাখবেন, মুক্তি যোদ্ধাদের গায়ের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে নেকে বেড়াবেন দিগবিদিক। আর সবার নাকের তলায় একনিষ্ঠ ঘুন পোঁকার মত অহর্নিশ কুড়ে কুড়ে খাবেন রাষ্ট্রের কাঠামো। একাত্তরের হানাদার বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে লেখা তাঁর একটি কবিতা 'আমি অভিশাপ দিচ্ছি' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে তাঁর মর্মবেদনা।

শুধু এই কটি কবিতার কথাই বলবো কেন, তাঁর অসংখ্য কবিতায় দেশের প্রতি ভালোবাসা, জাতির প্রতি ভালোবাসা, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মনোবেদনা, বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। অথচ কবি যখন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন তখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার (যাকে নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন) পাঁচ মিনিট সময়ও হয়নি কবির পাশে যেয়ে দাঁড়াবার। অথচ কবি শামসুর রাহমান ছিলেন স্বাধীনতার কবি, মুক্তিযুদ্ধের কবি। কবি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি বঞ্চিত হননি বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসা থেকে, বঞ্চিত হননি তাঁর সহযাত্রীদের হাহাকার ও বেদনা থেকে।

উনিশ 'শ' চল্লিশক দশকের শেষের দিকে বাংলার বুকে আধুনিক কবিতার যে মৃদু জোয়ার বইতে গুরুত্ব করেছিল সে সময়ে কবি শামসুর রাহমানের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। উনিশ 'শ' একান্ন থেকে তাঁর কাব্য যাত্রা গুরুত্ব হয় এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগ পর্যন্ত তিনি সে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগ্রামে শামসুর রাহমানের কবিতা প্রধান ভূমিকা রেখেছে। শামসুর রাহমান একজন কবি হিসেবে এবং কবিতা নিয়েই তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাই ছিলেন। দেশের অশুভ পরিস্থিতি তাকে সব সময় বিচলিত করেছে। তাই দেশের বর্তমান দুরাবস্থার কথা বলতে যেয়ে তিনি বলেছিলেন 'আমরা এখন চলেছি কৃষ্ণপঙ্কজ'। শামসুর রাহমান জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত কবিতা লিখতে

চেয়েছিলেন। প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি খাতা কলম চেয়েছেন লিখার জন্য, শুধু কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর নামটি লিখতে পেরেছেন। কবি যখন বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন তাঁর সহযাত্রীরা তাকে বলেছেন 'অনেকতো লিখেছেন এখন লেখা বন্ধ করে বিশ্রাম করুন'। কবি তাদের কথা মানেননি তিনি বলেছেন, "আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লিখবো। রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লিখে গেছেন"।

কবি মৃত্যুকে ভয় পেতেন। তিনি মরতে চাননি। তিনি তাঁর এক সাজাৎকারে বলেছিলেন, "আমি রবীন্দ্রনাথের মত মহান নই। আমি বলতে পারবো না 'মরনের তুচ্ছ মম শ্যাম ও সমান'"। তিনি জানতেন মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু তবুও তিনি সেটা মেনে নিতে পারেননি। মানুষ অমর নয়। পৃথিবীতে কেউ অমরত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। অমরত্ব মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়। কবি শামসুর রাহমান তাঁর সৃষ্টি দিয়ে অমরত্বকে অর্জন করে নিয়েছেন। বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে, বাংলা কবিতা যতদিন থাকবে' কবি অমর হয়ে থাকবেন বাঙ্গালী জাতির কাছে। কবির মৃত্যু কখনো হয় না। ব্যক্তি শামসুর রাহমান হয়তো চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, কিন্তু কবি শামসুর রাহমান বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে চিরদিন।

তাসরীনা শিখা : টরন্টো প্রবাসী লেখক